بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর উত্তম আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব এবং প্যালেস্টাইনের নিরাপরাধদের উদ্দেশ্যে বিশেষ দোয়ার আবেদন।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আজ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ কী ছিল তা বর্ণনা করব। বদরের যুদ্ধ-বন্দিদের সাথে তিনি (সা.) কিরূপ সদাচরণ করেছেন তা আমরা শুনেছি। বন্দিরা স্বয়ং বলেছে, মহানবী (সা.)- এর নির্দেশ অনুসারে সাহাবীরা নিজেদের খাবারের চেয়েও উত্তম খাবার আমাদেরকে খাইয়েছেন। এছাড়া তিনি (সা.) নিতান্তই সহজ শর্তে তাদেরকে মুক্তও করে দিয়েছিলেন।

কারো কারো মুক্তিপণের শর্ত শুধুমাত্র এটুকু ছিল যে, যারা পড়ালেখা জানে তারা মুসলমানদেরকে পড়ালেখা শেখাবে আর এর বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে।

এ সবই এ জন্য যে, কারো সাথে তাঁর (সা.) ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না, বরং যারা আল্লাহর দ্বীনকে ধ্বংস করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল। কিছু লোক বাধ্য হয়ে শত্রুদের সাথে যোগ দেয়, নয়ত তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়নি। তিনি (সা.) তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমানও হয়েছিলেন। তিনি (সা.) যুদ্ধের নীতি ও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সন্ধি এবং সমঝোতার বিষয়ে তিনি (সা.) বিশেষ খেয়াল রাখতেন এবং এই বিষয়গুলিকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণও করেছিলেন।

মহানবী (সা.) শত্রুদের সাথে ন্যায়বিচারের সর্বোত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এক্ষেত্রে তিনি

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ছিলেন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়বিচার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔

অর্থাৎ, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সাক্ষী হিসেবে ন্যায়ের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও যদিও (তা) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা এবং স্বজনদের বিরুদ্ধেই যায়। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে) সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র, আল্লাহ্ তাদের উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। কাজেই তোমরা কোনো (হীন) কামনা-বাসনার অনুসরণ কোরো না, যেন ন্যায়বিচার করতে পারো। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বলো অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তাহলে (মনে রেখো) তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় সম্যক অবগত।" (সূরা আন্ নিসা: ১৩৬)

আজ উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কিছু বিষয় বর্ণনা করব। যেমনটি ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রমাণিত যে, এ যুদ্ধও শত্রুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতাবশতঃ আরম্ভ করেছিল আর মুসলমানদের বাধ্য হয়েই এই যুদ্ধ করতে হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এ যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের এক বছর পর তৃতীয় হিজরী মতান্তরে চতুর্থ হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) জুমুআর দিন আসরের নামাযের পর কাফিরদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পরদিন শনিবার সূর্যোদয়ের পূর্বেই উহুদের প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছেন আর সেখানেই ঘাঁটি স্থাপন করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তাঁর 'সীরাত খাতামান্নবীঈন' গ্রন্থে উহুদের যুদ্ধের তারিখ ১৫ শওয়াল তিন হিজরি মোতাবেক ৩১ মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ শনিবার বর্ণনা করেছেন।

এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের মর্মান্তিক পরাজয়ের পর আব্দুল্লাহ্ বিন রবীয়্যা, ইকরামা বিন আবু জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা এবং আরো অন্যান্য নেতারা যাদের কাছে সেই বাণিজ্যিক সম্পদ গচ্ছিত ছিল, যার কারণে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তারা আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলে; মুহাম্মদ (সা.) আমাদের লোকদেরকে হত্যা করেছে। তাই এই সম্পদের মুনাফার মাধ্যমে আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনী গঠন করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং আপনজনদের হত্যার প্রতিশোধ নেবো। তখন তাদের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তারা মদীনায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে।

এছাড়া উহুদের যুদ্ধের আরো কিছু কারণ বর্ণিত হয়ে থাকে। যেমন, বদরের যুদ্ধের পর মক্কাবাসীদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, কেননা তাদের সিরিয়ায় যাতায়াত পথ মদীনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো। মোটকথা, কাফিরদের বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়া, কুরাইশ নেতাদের নিহত হওয়া এবং সত্তর জন মুশরিক বন্দি হওয়ার প্রতিশোধ নিতে তারা এ যুদ্ধে যাত্রা করে। এছাড়া তারা

আশেপাশের গোত্রগুলোকে নিজেদের সাথে যুক্ত করতে কাউকে প্রলোভন দেখায় আবার কাউকে তাদের পুরোনো বিষয় স্মরণ করিয়ে প্ররোচিত করে। এর ফলে কয়েকটি গোত্র তাদের সাথে এসে যোগ দেয়। যাহোক, তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে কুরাইশদের ৩০০০ সদস্য মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে, যাদের মাঝে ৭০০জন বর্ম পরিহিত সৈন্য, ২০০জন অশ্বারোহী এবং ৩০০০ উট ছিল। আর সৈন্যরা সবাই সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত আব্বাস (রা.)'র প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে মহানবী (সা.) এ যুদ্ধ যাত্রা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হন। হযরত আব্বাস (রা.) একজন দূত মারফত মহানবী (সা.)-এর সমীপে একটি পত্র প্রেরণ করেন, যিনি তিন দিন-রাত অনবরত সফর করে মদীনায় পৌঁছেন এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে পত্রটি হস্তান্তর করেন। তিনি (সা.) তখন কুবায় অবস্থান করছিলেন এবং উবাই বিন কাব (রা.)-কে দিয়ে তিনি পত্রটি পাঠ করান আর কাফিরদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত হন। এর পূর্বে হযরত আব্বাস (রা.) মদীনায় হিজরত করে চলে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) স্বীয় দূরদর্শীতার আলোকে তার মক্কায় অবস্থান করাকেই উত্তম বলে জানিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে হযরত আব্বাস (রা.) কাফিরদের এই অভিযানের বিস্তারিত সংবাদ পাঠাতে সক্ষম হন। কেননা যদি তিনি এ সংবাদ না পাঠাতেন তাহলে কাফিররা মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ করত আর মুসলমানদের চরম ক্ষয়-ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

যাহোক, মহানবী (সা.) দু'জন সাহাবীকে কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর খোঁজ নেয়ার জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন আর এ সুযোগে তিনি মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তিমত্তা জরিপ করার উদ্দেশ্যে মদীনার সকল মুসলমানদের আদমশুমারী করান। এথেকে জানা যায়, মদীনায় ১৫০০জন মুসলমান রয়েছে, যা সাহাবীদের মনে অনেক সাহস যোগায়।

উহুদের যুদ্ধের পূর্বে পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মুসলমানদের একত্রিত করে কুরাইশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে পরামর্শ চান যে, আমরা কি মদীনার ভেতরে অবস্থান করে যুদ্ধ করব নাকি বাইরে গিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করব? এরপর তিনি (সা.) নিজের একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেন, আমি একটি গাভী যবাই করতে দেখেছি যার অর্থ হলো, আমার কিছু প্রিয়ভাজন এ যুদ্ধে শহীদ হবে আর আমার তরবারী ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হলো, এ অভিযানে আমার কোনো ক্ষতি হবে বা আমার কোনো নিকটাত্মীয় শহীদ হবেন আর আমার বর্মের ভেতরে হাত ঢোকানোর অর্থ হলো, কাফিরদের আক্রমণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের মদীনার অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করাই যথার্থ হবে। এছাড়া আমার মেষের ওপর আরোহণের অর্থ হলো, কাফির সৈন্যদলের নেতাদের আমি হত্যা করবো।

এ কথা শুনে অধিকাংশ প্রবীণ সাহাবী মহানবী (সা.)-এর মতানুসারে মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই যুদ্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু কতক যুবক সাহাবী যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, তারা মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে চান আর এ বিষয়ে তারা অতি উৎসাহী ছিলেন। এভাবে আলোচনার পর সাহাবীদের উচ্ছাস ও উদ্দীপনা দেখে মহানবী (সা.) তাদের কথা মেনে নেন এবং মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর জুমুআর নামাযের পর তিনি (সা.) মুসলমানদের সাধারণভাবে তাহরীক

করেন যে, আপনারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পুণ্য অর্জন করুন। এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ সম্পর্কে অবশিষ্ট ঘটনা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশআল্লাহ।

খুতবার শেষ দিকে হুযূর (আই.) বলেন, ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। যুদ্ধবিরতি শেষে পুনরায় নির্যাতন শুরু হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। কত ভয়াবহ অত্যাচার চালানো হবে তা আল্লাহ্-ই ভালো জানেন। তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরাশক্তিগুলোর চিন্তাধারণা অত্যন্ত ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছে। অনেক বেশি দোয়া করার প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করুণা করুন। আমীন ।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
01 December 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in